Edit with WPS Office

Compiled and circulated by Prof. Pratim Maity, Assistant Professor, Department of Education, Narajole Raj College

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Rabindranath Tagore): (1861- 1941)

রবীন্দ্রনাথ কলকাতার সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে 1861 খ্রিস্টাব্দে মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বোলপুরের শান্তিনিকেতনে 1901 খ্রিস্টাব্দে ব্রম্ভচর্যাশ্রম নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তা কে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। 1921 খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় বিশ্বভারতী। বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। 1913 খিস্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। 1922 খ্রিস্টাব্দে সুরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন নামক পল্লী উন্নয়ন সংস্থা গঠন করেন। তিনি বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন নামে যেমন- পাঠভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, সংগীত ভবন, কলাভবন, চিনা ভবন প্রভৃতি নামকরণ করেন, 1924 খিস্টাব্দে শ্রীনিকেতন 'শিক্ষা সত্র' নামে একটি গ্রাম বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিশ্বভারতী তাঁর শিক্ষা চিন্তা বহিঃপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা আমরা যে সকল প্রত্যক্ষ করি সেগুলি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

শিক্ষার লক্ষ্য:

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন , "তাকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলি, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না , যা বিশ্ব সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র এইটুকু বলে শিক্ষার লক্ষ্য ঠিক করেননি। তিনি তাকে বাস্তবায়িত করার কথা চিন্তা করে বিশেষ ধর্মীয় কতগুলি লক্ষ্য স্থির করেন তা হল-

★ জীবন বিকাশে সহায়তা:

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষার জীবন বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । শিক্ষার্থী যেসব গুন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তার সার্বিক বিকাশ ঘটানো হলো অন্যতম লক্ষ্য ।

★ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি:

Edit with WPS Office

শিক্ষার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগরিত করতে সহায়তা করা এবং তার সাহায্যে শিক্ষার্থীর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করবে ।

★ ধর্মীয় মনোভাব:

রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় মনোভাব জাগ্রত করে তোলা অন্যতম উদ্দেশ্য । শান্তিনিকেতনের শিক্ষাব্যবস্থায় আধ্যাত্মিক শিক্ষা ঘটিয়েছিলেন। এই আধ্যাত্বিকতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত হবে এই ছিল তার বিশ্বাস ।

★ সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ:

শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন, একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক কর্মসূচি, সমাজসেবামূলক কাজ , ভাতৃত্ববোধ জাগরণ প্রভৃতি শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে চেয়ে ছিলেন।

★ প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক :

তিনি তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার মিলন ঘটাতে চেয়েছেন । এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশ গঠিত হবে এবং উন্নত মানসিকতার অধিকারী হয়ে উঠবে।

★ ব্যক্তিত্বের বিকাশ:

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের আদর্শবান ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে চেয়ে ছিলেন যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটবে এবং সমাজের উন্নয়ন ঘটবে। এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ই উপকৃত হবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ব্যক্তিজীবনে পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ হলে তবেই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য উপনীত হওয়া সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন এই উদ্দেশ্যগুলি চরিতার্থ করার মাধ্যমে জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে।

Edit with WPS Office

Compiled and circulated by Prof. Pratim Maity, Assistant Professor, Department of Education, Narajole Raj College

পাঠক্রম:

রবীন্দ্রনাথের তাঁর শিক্ষা দর্শনের উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তিনি পাঠক্রমের মধ্যে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যার মধ্য দিয়ে মানব সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করা সম্ভব তাঁর পাঠক্রমে স্থান পায়।

- ★ ভাষা, সাহিত্য , দর্শন, বিজ্ঞান , শিল্পকলা , অংকন প্রভৃতি।
- ★ তাঁর মতে, মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম। তিনি বলেছেন - 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম'
- ★ শিক্ষার্থী যাতে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে তার জন্য তিনি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' কে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
- ★ বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। তাই পাঠক্রমে তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
- ★ পাঠক্রমের মধ্যে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ পাঠক্রমের মধ্যে শিল্পকলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
- ★ তিনি পাঠক্রমে পল্লী উন্নয়নমূলক কাজকে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া উৎপাদনভিত্তিক শিক্ষা, কর্ম অভিজ্ঞতা প্রভৃতি বিষয়কে পাঠক্রম এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি:

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন। তবে তিনি কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির কথা বলেননি। তিনি মনে করতেন শিক্ষণ পদ্ধতি নির্ভর করে বিষয়বস্তুর ওপর। তবে তিনি কয়েকটি নীতি অনুসরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

- স্বাধীনতা:

Edit with WPS Office

তিনি বলেছেন - শিক্ষণ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে। অর্থাৎ যে শিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহন করা হোক না কেন তাতে যেন শিক্ষার্থীদের কাজ করার সুযোগ থাকে। তিনি স্বাধীনতা বলতে স্বেচ্ছাচারিতাকে বোঝাননি। তার মতে স্বাধীনতার অর্থ আত্মকর্তৃত্ব । দেহ ও মনের পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে শিক্ষার্থী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার করলেই তার শিক্ষা হবে।

- সৃজন প্রতিভার বিকাশ:

  স্বাধীন মনোভাব থেকেই সিজন প্রতিভার বিকাশ হয় । তাই শিক্ষাদান পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের সিজন ধর্মী মনের প্রকাশ পায় । তাই তিনি অভিনয় , সংগীত ও হাতের কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

- প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংযোগ:

  তিনি প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশক। তাই তিনি ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষাকে যুক্ত করতে চেয়েছেন। ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিশু যে শিক্ষা গ্রহণ করে তা কখনই বিদ্যালয় পক্ষে দান করা সম্ভব নয়।

জনশিক্ষা:

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতের অসংখ্য মানুষ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাই তিনি জন শিক্ষা প্রসারে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন । তিনি পরিবার ও গ্রাম্য পাঠাগার গুলিকে জনশিক্ষার প্রচারের কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এছাড়া তিনি লোকসংগীত, লোকনৃত্য, যাত্রা, নানা উৎসব প্রভৃতির মাধ্যমে জন শিক্ষা প্রসারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষের এই দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা। কারণ শিক্ষায় জনগণের মধ্যে আর এই চেতনা।

Edit with WPS Office

নারী শিক্ষা:

রবীন্দ্রনাথ নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন এবং তিনি তাঁর উপন্যাসে, গল্পে নারী শিক্ষার গুরুত্ব প্রাধান্য দিয়েছেন। বাস্তবে নারী পুরুষের যে ভেদ তার প্রতিফলন যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে সহশিক্ষার আয়োজন করেছেন।

শিক্ষক:

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত 'রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে- 'গুরুর অন্তরে ছেলে মানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন'। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর সহায়ক। তপবনের শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। শিক্ষককে গুরু বলে অভিহিত করতেন।

শৃঙ্খলা:

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলিত হওয়ার যে পদ্ধতি তাকে তিনি বর্জন করেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিয়ে মুক্ত শৃঙ্খলার সাহায্যে আত্মশৃঙ্খলিত হয়ে পড়বে এই ছিল তার বিশ্বাস। তাই তিনি স্বাধীনতাকে কখনোই স্বেচ্ছাচারিতা বলে মনে করেন নি।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক:

শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীকে স্নেহ করবেন এবং যত্ন সহকারে পাঠ দান করবেন। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন । এককথায় একটি আনন্দময় পরিবেশে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে শিক্ষার কাজ এগিয়ে চলবে।

উপরের এই আলোচনা থেকে বলা যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষাচিন্তা শুধু তাত্ত্বিক দিকটি আলোচনা করেননি, তার ব্যবহারিক দিক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন । তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা সর্বাঙ্গসুন্দর

Edit with WPS Office

বললে অত্যুক্তি হয় না।